দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

১

অশান্ত শিক্ষাঙ্গন

দেশের শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির যে ক্রমাবনতি ঘটছে আমরা তাতে উৎকণ্ঠিত। স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারবার গোলযোগ হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে সশস্ত্র লড়াই। বোমাবাজি, গোলাগুলিতে আহত ও নিহত হচ্ছে অনেকেই। রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের মাটি। কিন্তু হালে, রক্তাক্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে প্রায়শই। কয়েক দিন আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দু'দল ছাত্রের মধ্যে বন্দুক লড়াই হয়ে গেছে। তাতে একজন অছাত্র কিশোর নিহত হয়েছে। কলেজটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বুধবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেও প্রকাশ্য দিবালোকে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই হয়েছে। আপাততঃ সেখানেও ক্লাস বন্ধ। বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে তাণ্ডব হয়েছে। এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার প্রহৃত হয়েছেন। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবীতে ভাইস চ্যান্সেলরকে ঘেরাও করা হয়েছে। সেখানেও তাণ্ডব হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিতে হয়েছে। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। কিন্তু সেখানেও উত্তেজনা বিরাজমান। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে অতি তুচ্ছ কারণে এসব গোলযোগ ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে পঠন পাঠন দুরূহ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাজ করছে অনিশ্চয়তা।

এই পরিস্থিতি যেমন উদ্বেগজনক তেমনি বেদনাদায়ক। এটা জাতির জন্য কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়; কল্যাণকরও নয়। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনের এই গোলযোগ ও সন্ত্রাস দূর হোক, সেখানে অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক সকলেই এই কামনা করে। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক সর্বদলীয় সম্মেলনে জাতির এই কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সেখানে গৃহীত এক ঘোষণায় শিক্ষাঙ্গন থেকে সকল সহিংসতা দূর করার ব্যাপারে সকল সন্ত্রাস দমন করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কারো কাম্য নয়। গোটা জাতি যখন শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে ঠিক সেই সময় সেখানে সন্ত্রাস বৃদ্ধি আমাদের আরো উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। শিক্ষাঙ্গনে এই অশুভ তৎপরতার অবসানের দাবী আমরা বারবার করে এসেছি। আজও তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। যেভাবেই হোক দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারকে এই সন্ত্রাস থেকে, এই সহিংসতা থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করতে হবে। সেখানে ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারের এই প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-সংগঠন সহ সব মহল থেকেই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

131